<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র</u>
<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

সম্মানিয় বিচারপতি পার্থ সারথি সেন

২০১১ সালের ৭৫ নং ডব্লিউ. পি. এ নং

বিসিপিএল রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এবং আরেকজন

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী সব্যসাচী চৌধুরী, আইনজীবী শ্রী নির্মল্য দাশগুপ্ত, আইনজীবী শ্রী আর. এল মিত্র, আইনজীবী শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ধর, আইনজীবী
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াঃ	শ্রী সিদ্ধার্থ লাহিড়ী, আইনজীবী
শেষ শুনানীঃ	০৯.১০.২০২৩
রায়ঃ	১৩.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি, পার্থ সারথি সেন –</u>

১. ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা এই রিট পিটিশনে - রিট আবেদনকারী বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা একটি তারিখবিহীন স্মারকলিপি, বিশেষ করে এখানে উত্তরদাতা নং ৩, যেখানে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ রিট আবেদনকারীকে "ওভার-হেড সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জামের পুনর্নবীকরণ/পুনর্বাসন (পর্ব-৬)" বাস্তবায়নের সময় ৮৬,২৬,৪৬৫/- টাকার অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণে তাদের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাতে বলেছিলেন, যা বিবাদী/কর্তৃপক্ষের মতে রিট আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অসদাচরণের কারণে ঘটেছে

উক্ত স্মারকলিপি অনুসারে রিট আবেদনকারীকে ০৩.১২.২০১০ তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কিন্তু ০৫.০৩.২০১০ তারিখের মধ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব জমা দিতে বলা হয়েছিল।

২. রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব চৌধুরী, আপত্তিকৃত স্মারকের বৈধতা এবং সঠিকতা চ্যালেঞ্জ করার সময় এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রিট আবেদনকারীর ব্যবসা নিষিদ্ধ করার জন্য অভিযুক্তির বিবৃতি যা আপত্তিকৃত স্মারকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। রিট আবেদনকারীর ০৫.০২.২০১০ তারিখের জবাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপত্তিকৃত স্মারক অনুসারে, রিট আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত জবাবে রিট আবেদনকারী একটি সুনির্দিষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, 'অভিন্ন বিষয় অর্থাৎ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিজ্ঞ সালিসী ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন ছিল এবং তাই রিট আবেদনকারী তার উক্ত জবাবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যে, একই বিষয় (গুলি) নিয়ে 'সমান্তরাল কার্যক্রম' চালিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। রিট আবেদনের পৃষ্ঠা নং ৭৮০ এবং ৭৮০ক এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রিট আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব চৌধুরী যুক্তি দিয়েছেন যে, যদিও প্রাথমিকভাবে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কথিত নিষেধাজ্ঞা প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে সম্মত ছিলেন যা তাদের ০২.০৭.২০১০ এবং ০৬.০৭.২০১০ তারিখের চিঠি থেকে স্পষ্ট, কিন্তু হঠাৎ করেই ০৩.১১.২০১০ তারিখের একটি চিঠি জারি করে (রিট আবেদনের পরিশিষ্ট পৃ. ১০), বিবাদী/কর্তৃপক্ষ আবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে বলেন যে, কোনও প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাকে কালো তালিকাভুক্ত/নিষেধ করার প্রক্রিয়া সালিশি কার্যক্রম বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও শেষ করা যেতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, খেলাপি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় এবং যদি কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তাহলে ব্যক্তিগত শুনানি করা অপরিহার্য।

৩. রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী চৌধুরী এই আদালতে জমা দিয়েছেন যে উত্তরদাতা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা রিট আবেদনের সংযুক্তি পি১৭ হিসাবে ০৩.১১.২০১০ তারিখের চিঠিটি সমানভাবে দুর্বোধ্য এবং সম্ভবত এটি একটি ম্যান্ডামাস রিট জারি করে বাতিল করা যেতে পারে কারণ ০৩.১১.২০১০ তারিখের উক্ত চিঠিটি ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে।

৪. তার দাখিলের সময়, শ্রী চৌধুরী আরও দাখিল করেছেন যে রিট পিটিশনের বিচারাধীন থাকাকালীন, বিবাদী/কর্তৃপক্ষ আবারও তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং কার্যত তারা সালিসী কার্যধারার ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হয়েছেন যা এই কার্যধারায় গৃহীত ১১.০১.২০১১, ১৫.০২.২০১১, ০৮.০৩.২০১১ এবং ১২.০৫.২০১১ তারিখের আদেশ থেকে স্পষ্ট হবে।

৫. রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি শ্রী চৌধুরী এই আদালতে জমা দিয়েছেন যে তাত্ক্ষণিক কার্যধারার মুলতুবি থাকাকালীন সালিসী ট্রাইব্যুনাল তার রায় পাস করেছে এবং উক্ত রায়ে সালিসী ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে বর্তমান রিট আবেদনকারীর পাল্টা দাবি বিবেচনা করেছে এবং রিট আবেদনকারীর পক্ষে ৪৪,৬৬ টাকা, ৫৮২.৩০ এর একটি রায় পাস করেছে যা রিট আবেদনকারীকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান হিসাবে গণনা করা হয়েছে-যা রিট আবেদনকারীকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের পরে উত্তরদাতাদের/কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদান করা হবে। এইভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে উক্ত রায় এবং প্রদত্ত মূল্য থেকে এটি উন্মোচিত হয়েছে যে উত্তরদাতাদের 'অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের দাবি টাকা ৮৬,২৬,৪৬৫/- ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তগুলির উপর তার নির্ভরতা স্থাপন করা; সাইটেমেন্স লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ১২ এস. সি. সি ৩৩ এবং জয়স ব্লকস বনাম

প্যানেলস লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম সহকারী কমিশনার, বাণিজ্যিক কর, বালিগঞ্জ চার্জ এবং আরেকজন ২০২২ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল. ৪৩০৬-এ রিপোর্ট করেছেন যে শ্রী চৌধুরী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অভিযুক্ত তারিখবিহীন মেমো এবং উত্তরদাতা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা ০৩.১১.২০১০ তারিখের বিতর্কিত চিঠিটি কেবল উপরে উল্লিখিত সালিসী রায় পাসের পরিপ্রেক্ষিতে এখতিয়ারবিহীন নয়, তবে ০৩.১১.২০১০ তারিখের সেই তারিখবিহীন মেমো এবং চিঠিগুলি কালো তালিকাভুক্ত করার এবং/অথবা কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে রিট আবেদনকারীর ব্যবসা নিষিদ্ধ করার জন্য পূর্বনির্ধারিতভাবে জারি করা হয়েছিল।

৬. শ্রী চৌধুরী, এইভাবে জমা দেন যে এটি উত্তরদাতা/কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি করা পূর্বোক্ত তারিখবিহীন মেমো এবং ০৩.১১.২০১০ তারিখের চিঠি বাতিল করে ম্যান্ডামাস রিট জারি করার জন্য উপযুক্ত মামলা।

৭. বিপরীতে, ভারত ইউনিয়ন এবং এর কর্মকর্তা/প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী লাহিড়ী তার যুক্তি উপস্থাপনের শুরুতেই এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অভিযোগের বিবৃতির (রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা নং ৭৭৬) দিকে। অভিযোগের বিবৃতি থেকে শ্রী লাহিড়ীর যুক্তি প্রকাশ পায় যে, রিট আবেদনকারী কীভাবে জালিয়াতি করে সরবরাহ এবং কাজের জন্য বিল দাবি করেছিলেন যা সাইটে আদৌ সম্পাদিত হয়নি বা চুক্তি চুক্তি অনুসারে সম্পাদিত হয়নি, যার ফলে রেল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত রায়ের প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে (রিট পিটিশনের পরিশিষ্ট পৃ. ২০) শ্রী লাহিড়ী যুক্তি দেন যে, 'আইটেম অনুসারে আলোচনা(গুলি)' শিরোনামের অধীনে সালিসী ট্রাইব্যুনাল একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান রিট আবেদনকারী হয় ট্র্যাকশন মাস্ট এবং/অথবা তামার তারের সংযোগ স্থাপন করেননি অথবা তৈরির কাজ করেননি অথবা ফেরত দেননি

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা বাকি উপকরণের পরিমাণ যা রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা নং ৮০৩, ৮০৮, ৮১১ এবং ৮১২ থেকে স্পষ্ট হবে। তার যুক্তির সময়, মিঃ লাহিড়ী রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা নং ৮৮০ এবং ৮৮১ এর দিকেও এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবের একটি সারণী বিবৃতি, যেখানে এটি প্রকাশ করে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির গণনার উপর উক্ত ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বর্তমান রিট পিটিশনারের কাছ থেকে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৭,০২,৬৬৫.৭৫ টাকা আদায়যোগ্য, যদিও উক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে যে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিট পিটিশনারের কাছে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ প্রদেয়।

৮. বিবাদী/ভারতীয় ইউনিয়নের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী লাহিড়ী এই আদালতের সামনে আরও দাখিল করছেন যে, সালিসী ট্রাইব্যুনালের হিসাব সংক্রান্ত বিরোধ ছিল 'বিষয়বস্তু' এবং জালিয়াতির প্রশ্ন যা রিট আবেদনকারীর দ্বারা অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়ে করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, তা কখনই উক্ত ট্রাইব্যুনালের সামনে 'বিষয়বস্তু' ছিল না এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে, রিট আবেদনকারীর ব্যবসাকে কালো তালিকাভুক্ত/নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবিত কার্যক্রমে রেস জুডিসিয়াটার নীতি প্রযোজ্য নয়, যদি তার উত্তর সন্তোষজনক না বলে প্রমাণিত হয়। **(২০০৭) ১৩ SCC ২৭০-এ** রিপোর্ট করা **ভারত ইউনিয়ন বনাম ভিকো ল্যাবরেটরিজের** রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এখতিয়ার ছাড়াই এবং/অথবা আইনের প্রক্রিয়ার স্পষ্ট অপব্যবহারের মাধ্যমে মামলাটি জারি করা হয়েছে এমন কোনও নির্দিষ্ট আবেদনের অনুপস্থিতিতে, রিট আবেদনকারীকে ত্রাণ প্রদানে এই আদালতের খুব ধীরগতি থাকা উচিত। মিঃ লাহিড়ী এইভাবে দাখিল করছেন যে তাৎক্ষণিক রিট আবেদন খারিজ করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা।

৯. এই আদালত প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলির দ্বারা এই আদালতে উপস্থাপিত সমস্ত উপকরণগুলি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করেছে। এই আদালত রিট আবেদনকারী এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতাদের জমা দেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগজনক বিবেচনা করেছে।

১০. নিঃসন্দেহে, রিট আবেদনকারী এবং বিবাদী/কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধটি উপরে উল্লিখিত তারিখবিহীন স্মারকলিপি, অভিযোগের বিবৃতি এবং বর্তমান রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা ০৩.১১.২০১০ তারিখের মেমো নং CON/CEE/2A জারিকে কেন্দ্র করে। অভিযোগের অভিযোগ থেকে মনে হচ্ছে যে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে দাবি করেছেন যে চুক্তি চুক্তি অনুসারে 'ওভার-হেড সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম (পর্যায়-VI) পুনর্নবীকরণ/পুনর্বাসনের' কাজটি বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিট আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছিল এবং এই ধরনের কাজ সম্পাদনের সময় অভিযোগ করা হয়েছে যে রিট আবেদনকারী জালিয়াতি করে এমন কাজের সরবরাহের জন্য বিল দাবি করেছেন যা তাদের দ্বারা সাইটে সম্পাদিত হয়নি এবং উক্ত বিলের পরিমাণ ৮৬,২৬,৪৬৪/- টাকা। এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত উপকরণ থেকে এই আদালতের কাছে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, ০৩.১১.২০১০ তারিখের তাদের বিতর্কিত স্মারকের আড়ালে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, একটি সালিসী কার্যধারার বিচারাধীনতা কোনও ফার্মের কালো তালিকাভুক্ত/নিষিদ্ধ ব্যবসার কার্যক্রমের পথে বাধা হতে পারে না।

১১. স্বীকার করা হয়েছে যে, রিট আবেদনকারীকে দায়িত্ব দেওয়া কাজ সম্পাদনের সময় উত্তরদাতা/কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত একটি বিরোধ উত্থাপিত হয়েছিল যার উপর সালিসী কার্যধারার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল এবং

এই ধরণের কার্যধারার উপসংহারে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল তার রায় প্রদান করে যেখান থেকে এটি প্রকাশ করে যে বর্তমান রিট আবেদনকারী রিটের তুলনায় বিবাদী/কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ৪৪,৬৬,৫৮২.৩০ টাকা অর্থ প্রদানের অধিকারী। আবেদনকারীকে বিবাদী/কর্তৃপক্ষকে ৪,৪৮,৩৭৮/- টাকা প্রদান করতে হবে যা তাদের অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।

১২. এই মুহূর্তে একটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে, সালিসী রায় প্রদানের ফলে বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কি তাদের প্রতারণামূলক দাবির ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কারণ দর্শানোর জন্য অনুরোধ করতে পারবেন না? সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় পর্যালোচনা করে, যা রিট আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে; পরিশিষ্ট পৃ. ২০-এ এই আদালতের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, সালিসী রায় প্রদানের সময় সালিসী রায় প্রদানকারী ট্রাইব্যুনাল রিট আবেদনকারী এবং বিবাদীদের দাবি এবং পাল্টা দাবির সূক্ষ্ম তদন্ত করেছিল, কিন্তু উক্ত ট্রাইব্যুনাল রিট আবেদনকারীর অভিযোগকৃত প্রতারণামূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি কারণ এটি সালিসী রায় প্রদানের আওতার বাইরে ছিল। এই মুহূর্তে এই আদালত সিমেন্স লিমিটেড (উপরে) এর রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের দিকে নজর দেওয়ার প্রস্তাব করছে এবং রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে মৌখিকভাবে উদ্ধৃত করা হল:-

"৮. উক্ত নোটিশ জারি করার জন্য এখতিয়ারগত তথ্য বিদ্যমান ছিল কি না, এই প্রশ্নের উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি উক্ত রিট পিটিশনে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল।

৯. যদিও সাধারণত একটি রিট আদালত কারণ দর্শানোর নোটিশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে তার বিচক্ষণ এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে না, যদি না অন্যান্য বিষয়ের সাথে একই বিষয়গুলি এখতিয়ারহীন বলে মনে হয় যেমনটি এই আদালত উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম ব্রহ্ম দত্ত শর্মা এবং আনআর. এআইআর 1987 এসসি 943, বিশেষ পরিচালক এবং আরেকজন বনাম মোহাম্মদ গোলাম ঘৌস এবং আরেকজন, (2004) 3 এসসিসি 440 এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং আরেকজন বনাম কুনিশেট্টি সত্যনারায়ণ, 2006 (12) এসসিএলই 262] সহ কিছু সিদ্ধান্তে বলেছে, তবে এখানে প্রশ্নটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে, যেমন, যখন পূর্ব-ধ্যানের মাধ্যমে নোটিশ জারি করা হয়, তখন একটি রিট আবেদন

বহাল থাকবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আদালত যদি আইনগত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি পুনরায় শুনানির নির্দেশও দেয়, তবুও সাধারণত এই ধরনের শুনানির কোনও ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য থাকবে না [দেখুন কে.আই. শেফার্ড এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (১৯৮৭) ৪ এসসিসি ৪৩১: এআইআর ১৯৮৮ এসসি ৬৮৬]। তাৎক্ষণিক মামলায় এটা স্পষ্ট যে বিবাদী স্পষ্টভাবে তার মন তৈরি করেছেন। তারা পাল্টা হলফনামা এবং তার কথিত কারণ দর্শানোর নোটিশ উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে তাই বলেছে।"

১৩. এই আদালতের বিবেচনায়, সিমেন্স লিমিটেডের (উপরে) উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত রিট আবেদনকারীর জন্য কোনওভাবেই সহায়ক নয় কারণ রিট আবেদনকারীর কাছ থেকে কারণ দর্শানোর জন্য আপত্তিকর স্মারকলিপি জারি করার এখতিয়ারের অভাব কখনই তাৎক্ষণিক রিট আবেদনের বিষয়বস্তু নয় এবং রিট আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখানো যায়নি যে, বিবাদীরা/কর্তৃপক্ষ পূর্ব ধারণা করে কাজ করেছেন যে, রিট আবেদনকারীর কাছ থেকে কারণ দর্শানোর পরেও উপরোক্ত স্মারকের ভিত্তিতে তারা যেকোনো কারণে রিট আবেদনকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেবে।

১৪. একইভাবে, জয়াস ব্লক এবং প্যানেল প্রাইভেট লিমিটেড- (উপরে) এর রিপোর্ট করা সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি থেকেও আলাদা করা যায় যেহেতু উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে পাস হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

১৫. শ্রী লাহিড়ী যথার্থ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বিবাদী/কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃত ভিকো ল্যাবরেটরিজ (উপরে)-এর রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তটি ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত একটি প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকা যা কারণ দর্শানোর নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন গ্রহণের সময় তৈরি করা হয়েছিল। ভিকো ল্যাবরেটরিজ (উপরে)-এর রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে পুনরুৎপাদন করা হল:-

" ৩১. সাধারণত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির পর্যায়ে রিট আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে তাদের বিরোধ উপস্থাপন করার এবং যার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলার অনুপস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে মামলার জন্য পক্ষগুলিকে বাধ্য করার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির পর্যায়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা স্বাভাবিক নিয়ম। তবে, উক্ত নিয়মটি ব্যতিক্রম ছাড়া নয়। যেখানে এখতিয়ার ছাড়াই অথবা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের মাধ্যমে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়, সেখানে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে, রিট আদালত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির পর্যায়েও হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করবে না। কারণ দর্শানোর নোটিশ পর্যায়ে হস্তক্ষেপ বিরল হওয়া উচিত এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে নয়। রিট আবেদনকারীর কেবল এই দাবি যথেষ্ট হবে না যে নোটিশটি এখতিয়ার এবং/অথবা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়াই ছিল। প্রাথমিকভাবে এটি প্রমাণিত হওয়া উচিত যে এটি তাই। যেখানে তথ্যগত বিচারের প্রয়োজন হবে, সেখানে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

১৬. এই আদালতের বিবেচনায়, ভিকো ল্যাবরেটরিজ (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত আইনের প্রস্তাবটি স্পষ্টতই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ এখতিয়ারের অভাবে বা মামলায় ঘটেনি এমন আইনী প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের প্রমাণের অভাবে, এই আদালত তারিখবিহীন স্মারকলিপি এবং বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিট আবেদনকারীকে জারি করা ০৩.১১.২০১০ তারিখের স্মারকলিপি নং CON/CEE/2A-তে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়।

১৭. উপরে আলোচিত আইনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত আরও বলেছে যে সালিসী রায় প্রদানের ফলে বিবাদী/কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগে রিট আবেদনকারীর কাছ থেকে কারণ দর্শানোর আবেদন করতে বাধা দেওয়া হয় না।

১৮. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত তাৎক্ষণিক রিট আবেদনের কোনও যুক্তি খুঁজে পান না। অতএব, তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি 'বিবাদের ভিত্তিতে খারিজ করা হচ্ছে কিন্তু তাৎক্ষণিক মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে' খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই।

১৯. এই রিট আবেদনে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (গুলি) যদি থাকে, তাহলে তা বাতিল করা হলো।

২০. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, স্বাভাবিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি, পার্থ সারথি সেন)

<u>পরে</u>

তাৎক্ষণিক রায় ঘোষণার পর, রিট আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আজ আদালতে ঘোষিত রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য একটি আবেদন করা হয়েছে, কারণ পূজার ছুটি আসছে।

থাকার জন্য প্রার্থনা বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়।

(বিচারপতি, পার্থ সারথি সেন)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal